পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

http://warpo.gov.bd

তৃতীয় অধ্যায়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একিভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি -কে পরামর্শ প্রদান করা;
৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইসিএনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ করা;

৪. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্যভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ করা;

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অর্ন্তভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব;

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৩. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় Focal Point স্থাপন করা, যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

২. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান করা;

৩. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত করা;

৪. সময় সময় আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

৫. এ আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ			
গ্রেড ১-৯	৪২	২৭	১৫
গ্রেড ১০	২	২	-
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৪২	১
সর্বমোট =	৮৭	৭১	১৬

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে ওয়ারপোকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে ওয়ারপোর সম্প্রসারণসহ সামগ্রিক জনবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে। বর্তমান অনুমোদিত জনবল ৮৭।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৬-১৭ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট (লক্ষ্য টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৬-১৭ অর্থবছর	জুন ২০১৭ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত ব্যয়	উৎস
ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ	১০০.০০	০.০০	জিওবি
পানি আইন	১৪০.০০	২৫৫.০০	সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)
অনুন্নয়ন			
বেতন ভাতাদি	৬০৮.০০	৪৯৪.০০	জিওবি
অন্যান্য	৩২৬.৫০	৩০৫.০০	
উপমোট	৯৩৪.৫০	৭৯৯.০০	
সর্বমোট	১১৭৪.৫০	১০৫৪.০০	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৬-২০১৭ বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
১।	"সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তায়ন। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হবে ফেব্রুয়ারী ২০১৮। উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নে বর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণীত হয়েছে। ক. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭(খসড়া) প্রণয়ন খ. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন প্রণয়ন গ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরণে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার ফ্রেমওয়ার্ক এর (খসড়া) প্রণয়ন ঘ. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন ঙ. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন চ. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন	কার্যক্রম চলমান
২।	পানি সম্পদ খাতে ২৩ (তেইশটি) উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান	সম্পাদিত
৩।	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর আওতায় বিগত অর্থ বছরে (জুলাই,২০১৬-জুন,২০১৭) পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা সহ মোট ২৩ টি প্রতিষ্ঠানে ডাটা ডেসিমিনেট করা হয়েছে।	সম্পাদিত
৪।	"ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন অব ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি জানুয়ারী ২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২০ এ শেষ হবে।	কার্যক্রম চলমান
৫।	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টকে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর এবং নতুন ভবনে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন শাখাকে কার্যকর ভাবে সাজানোর মাধ্যমে ওয়ারপোর লাইব্রেরীকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পানি সম্পদ লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রে উন্নীত করণের কাজ চলমান রয়েছে।	কার্যক্রম চলমান
৬।	"জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি)" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	'বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০' এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া করণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগ মতামত প্রদান করেছেন।

২০১৬-২০১৭ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া প্রণয়ন)

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩ প্রণীত হয়েছে। 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' মূলত ৪৭টি ধারা সম্বলিত পানি খাতের একটি কাঠামোগত আইন। আইনটি বাস্তায়নে/প্রয়োগে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় "Institutionalization of Integrated Water Resources Management (IWRM) Process in Compliance with Bangladesh Water Act, 2013" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন করেছে।

খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৭ প্রণয়নের সার-সংক্ষেপ

i) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় আইন বিশেষজ্ঞ এবং ওয়ারপো'র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তে Bangladesh Water Rules, ২০১৫ নামে একটি সমন্বিত বিধিমালার খসড়া প্রণীত হয়। খসড়াটি ০৪ অক্টোবর, ২০১৫ তে প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর সভায় উপস্থাপন করা হয়। পিএসসি সভায় খসড়াটি পানি খাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থার মতামত সংগ্রহের জন্য বাংলায় প্রণয়নপূর্বক আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মতামত সংগ্রহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিএসসি সভার নির্দেশনা মোতাবেক খসড়াটি ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পত্রযোগে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক মতামত আহ্বান করা হয়। এ পর্যায়ে ৬টি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান ৬টি জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে সুপারিশসহ সর্বমোট ৬৩টি মতামত/ সুপারিশ পাওয়া যায়। উক্ত মতামত/সুপারিশের আলোকে এবং প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ১ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত মতামত/ সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করে 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' নামে বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়।

ii) পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৬' পুনরায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ১৬টি মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসহ সর্বমোট ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে মতামত সংগ্রহের নিমিত্তে প্রেরণ করা হয়। একই সাথে ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক এবং একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মতামত আহ্বান করা হয়। এ পর্যায়ে ১১টি মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ৩০টি এবং জেলা পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে ৪টি জেলার মতামত/সুপারিশ সহ সর্বমোট ৩৪টি মতামত/সুপারিশ পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে প্রাপ্ত মতামত এবং প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৩য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' নামে বিধিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭' জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে Bangladesh Water Multi-Stakeholder Partnership এর আওতায় গঠিত 'Water Governance and Sustainability' শীর্ষক Work stream-এর ৩য় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া বিধিমালাটির উপর মতামত/ পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ড. আইনুন নিশাত এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ এবং বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর আলোকে ২০টি সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে প্রণীত খসড়া বিধিমালাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনান্তে মতামত/পরামর্শ বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত বিধিমালাটি প্যানেল অব এক্সপার্ট কমিটির ৪র্থ সভায় আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৭ (১২ জুন ২০১৭ সংস্করণ) নামে পূনর্গঠন করা হয় যা পরবর্তীতে আন্তমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপনের জন্য বিবেচনা করা হয়।

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ১৯৯৮-২০০১ সালে ওয়ারপোতে "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)" স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে, "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ২০০৫ সালে 'সমন্বিত উপকুলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউআরডি ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থ-সামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ এবং আইসিআরডি প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ, মানুষ ও সামাজিক অবস্থা, পরিকাঠামো ও সার্ভিসেস, অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে (www.warpo.gov.bd) এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি-র 'উপাত্ত ক্যাটালগ' পোস্ট করা আছে। প্রতিটি উপাত্ত স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য, উপাত্ত নমুনা এবং মেটাডাটা ক্যাটালগে অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে। এই ওয়েবভিত্তিক উপাত্তভান্ডারসমূহ ওরাকল ১১ম এবং ASP.Net কাঠামো ব্যবহার করে আপগ্রেড করা হয়েছে । উভয় উপাত্তভান্ডার বাংলাদেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ভ্যালু-এ্যাড ও গুণগতমান যাচাইপূর্বক উপাত্তভান্ডারে 'এনডব্লিউআরডি ফরম্যাটে' আর্কাইভ করা হয়েছে। এ যাবৎ, এনডব্লিউআরডিতে ৫৪৩ টি এবং আইসিআরডিতে ৫৫৯ টি জিআইএস, টাইম-সিরিজ ও টেব্যুলার উপাত্ত স্তর ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি উপাত্ত স্তরের জন্য মেটাডাটা ও বান্ডিল তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছে । উপাত্ত ছাড়াও উভয় উপাত্তভান্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেটা-ডাটাবেজ, টুলস্ ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা আছে । এছাড়া, দেশের পানি খাত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প-উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্যোগ হিসেবে Coastal Embankment Rehabilitation Project (CERP) এবং Char Development and Settlement Project (CDSP) এর উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউআরডিতে উপ-অংশ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ ধারা ৭(ছ), জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ (ধারা ৫.ঘ.৪) অনুযায়ী "জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে চাহিদামাফিক উপাত্ত সরবরাহ করা ওয়ারপোর অন্যতম একটি প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর উপাত্ত ব্যবহার করছেন।

২০১৬-১৭ অর্থবৎসরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট; ফরিদপুর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতিসহ মোট ২৩ (তেইশ) টি দেশী ও বিদেশী সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ৪,৮৭,০২৭ (চার লক্ষ সাতাশি হাজার সাতাশ) টাকা আয় হয়েছে ।

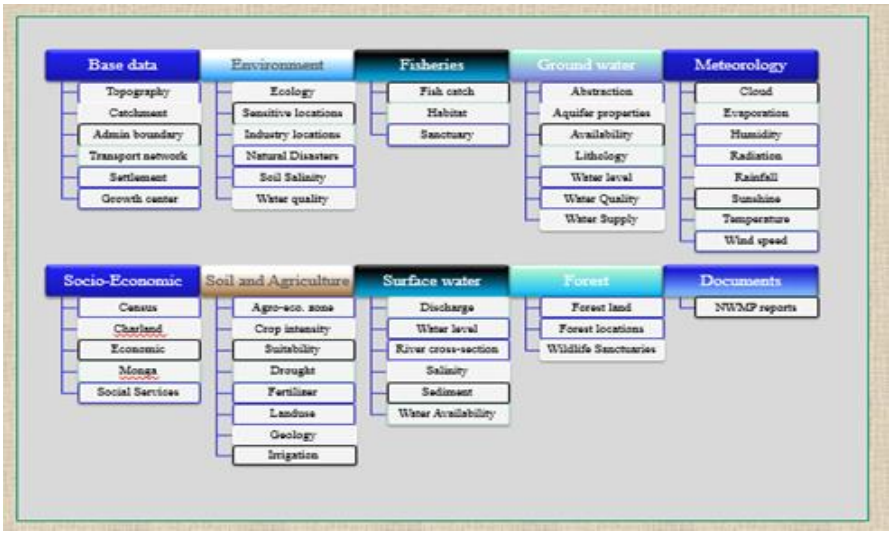

এনডব্লিউআরডি ডাটা গ্রুপ ও ডাটা টাইপসমূহের বিন্যাস

ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি কে সহায়তা করে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০১৭ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ২১০ (দুইশত দশটি) প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০১৬-১৭, জুলাই ২০১৬ হতে মে ২০১৭ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন

বোর্ডের ২৩ (তেইশ) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। এছাড়া ইতোপূর্বে ওয়ারপো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৩ (তিন) টি, বরেন্দ্র বহুমুখি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২ (দুই) টি এবং বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ২ (দুই) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমুহের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উলেখ্য যে, ওয়াপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ওয়ারপো পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ) এর আওতায় অতিরিক্ত কর্মসূচি হিসেবে ওয়ারপোর এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি প্রয়োজনীয় টুলস ও তথ্যভান্ডার স্থাপনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া বর্তমান সময়ের দাবি।

জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন

ওয়ারপো পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামষ্টিক কাঠামোগত নির্দেশনা সম্বলিত প্রতিপালন প্রণয়ন করা সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ। গত ২০০১ সালে সর্বশেষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রণীত হয় এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই পরিকল্পনা হালনাগাদ হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) অনুমোদনের পর নতুন নতুন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া এনডব্লিউএমপি প্রস্তুতিতে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণসহ পার্শবর্তী দেশসমুহের সাথে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৌশলগত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। তাই এনডব্লিউএমপি কে ভিত্তি ধরে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অনুচ্ছেদ ১৫ এ বর্ণিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নতুন দৃষ্টিকোণের আলোকে জাতীয় পানি সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, বন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জসমুহ অন্তর্ভুক্ত করে এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা। এনডব্লিউআরপি প্রস্তুতিতে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রামগুলোকে পরিমার্জিত করে পরিকল্পনার চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলকে বিবেচনা করা হবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রকল্পটির পিইসি সভা গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনুবিভাগের মতামতের প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০' এর খসড়া অনুমোদন হওয়ার পর NWRP প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল তিন বছর এবং প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮.৬৩ কোটি টাকা।

বিগত বছরে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত সমাপ্ত প্রকল্প

Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with future challenges in Bangladesh প্রকল্প

"Scenario development in Integrated Water Resources Management: Coping with future challenges" শীর্ষক প্রকল্পটি নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক অনুকূলে (NICHE) এর অর্থায়নে এবং NUFFIC এর তত্ত্বাবধানে) বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিইজিআইএস এবং নেদারল্যান্ডের UNESCO-IHE, Wageningen UR ও Deltares সম্পৃক্ত রয়েছে। চার বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৩ হতে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তে তা সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মত কঠিন সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হবে। এ প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা। প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে এই লক্ষ্যে গবেষণা, জ্ঞান চর্চা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় Scenario analysis এর মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার কৌশল বিষয়ে নীতি নির্ধারণী সংক্রান্ত কর্মকান্ডে অবদান রাখার সক্ষমতা অর্জন করা। প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত www.warpo.gov.bd তে বর্ণিত আছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প

ক) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ কার্যকর করা।

প্রকল্পটি শুরু হয়েছে নভেম্বর ২০১৩ এবং শেষ হবে ফেব্রুয়ারী ২০১৮। প্রকল্পের ব্যয় ৩৭১ লক্ষ টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩৩৬ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পের অধীনে নিম্ন বর্ণিত রিপোর্ট সমূহের চুড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

i. বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৭ এর চূড়ান্ত (খসড়া) প্রণয়ন।
ii. ওয়ারপোকে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন প্রণয়ন।
iii. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ প্রতিষ্ঠানিকীকরণে তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার ফ্রেমওয়ার্কের (খসড়া) প্রণয়ন।
iv. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (খসড়া) গাইড লাইন প্রণয়ন।
v. উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন।
vi. ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০১৭ (খসড়া) প্রণয়ন ।

খ) ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত কারিগরী নকশা

ব্রহ্মপুত্র একটি প্রধান আন্তঃসীমান্ত নদী এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুষ্ক মৌসুমে মোট প্রবাহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এ নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ প্রেক্ষাপটে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাশাপাশি উত্তর-মধ্যম অঞ্চলের পানি প্রবাহের বিষয়টি ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে। এ ব্যারাজ নির্মাণ করা হলে সামগ্রিকভাবে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ এবং এ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। এ অঞ্চলের নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে নৌ-চলাচলের উপযোগিতা আনয়ন, পানি দূষণ হ্রাস করা, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বহুবিদ উপকারসহ গ্রামীণ জনগণের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (এনডব্লিউএমপি) ওয়ারপোকে ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। প্রকল্পের বিশদ সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সামাজিক, পরিবেশ, অর্থনৈতিক, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা আছে। অপরদিকে বিশদ কারিগরী নকশা প্রণয়নে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে সড়ক ও রেলপথ সম্বলিত ব্যারাজের নকশা, হেড রেগুলেটরের নকশা, সিল্ট ট্র্যাপের নকশা, নেভিগেশন লকের নকশা, প্রধান সেচ ও নিষ্কাশন খাল সমূহের নকশা এবং পানি, বিদ্যুৎ অবকাঠামো সমূহের প্রয়োজনীয় নকশা প্রণয়নসহ ব্যারাজ পরিচালনা নির্দেশিকা তৈরী অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পটি ৪/০১/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কাজ চলমান আছে।

গ) জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা

জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, বন্যা ও নদী ভরাট উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রধান সমস্যা। প্রায়োগিক গবেষণা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ এর সমাধানের উপায়। এ লক্ষ্যে ওয়ারপো "জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলের মরফোলজীর উপর গবেষণা" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তুত করেছে। এ গবেষণা জলাবদ্ধতা বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা হ্রাস করবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় অঞ্চল তথা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ডেল্টা সিস্টেমের জলবায়ু জনিত পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠর উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের ফলে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয় তা বোঝা এবং তার প্রেক্ষিতে প্রভাব ও ফলাফল নির্ধারণ করা। উক্ত গবেষণা প্রকল্পটির বিষয়ে ওয়ারপো এবং পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (আইডব্লিউএফএম), বুয়েট এর মধ্যে জুন ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ আলোকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার অতীত ইতিহাস ও তার কারণ পর্যালোচনাসহ ভূমি চিত্রের মাধ্যমে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল তথ্যর মাধ্যমে জলাবদ্ধতার ভবিষৎদ্বানী করা এবং তা দূরীকরণের যথার্থ উপায় নিয়ে গবেষণা চলমান আছে। তদুপরি বিভিন্ন মাত্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে পলি মাটির অবক্ষেপণ হার নির্ণয় নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। উক্ত গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনার উপর গত ২৪/০৫/২০১৭ ইং তারিখে ওয়ারপোর সভা কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, আইডব্লিউএম, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট) কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করেন। উক্ত মতামতের আলোকে গবেষণা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে ওয়ারপোর দুইজন কর্মকর্তা গবেষণা প্রকল্পের মডেলিং কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়োজিত আছেন।

বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ

ক) সাসটেইনেবল ডেভেলমেন্ট গোল (SD) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম

জাতিসংঘের সদস্য দেশ সমূহের অংশ গ্রহণে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যা সংক্ষেপে এসডিজি নামে পরিচিত। বিগত ২০১৫ সালের ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "সাসটেইনেবল সামিট"এ"সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা ২০৩০" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত এজেন্ডা অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সদস্য দেশসমূহ ১৭টি লক্ষ্যের (Goal) ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে।

উলেখিত ১৭টি লক্ষ্যের (Goal) মধ্যে SDG-6:"Ensure Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for all" পানি সেক্টর এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিকতর সম্পর্কিত। এসডিজি-৬ এর গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে জাতিসংঘের এবং বিশ্বব্যাংকের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানগণের সমন্বয়ে ১টি High Level Panel on Water (HLPW) গঠণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত HLPW এর অন্যতম সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব HLPW বাস্তবায়নে শেরপা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে ওয়ারপো SDG-6 এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিগত ২০শে নভেম্বর,২০১৬ তারিখে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর আওতায় "সবার জন্য নিরাপদ পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা (লক্ষ্যমাত্রা-৬) বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিষয়ে" প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উলেখ্য যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিগত ২০শে নভেম্বর ২০১৬ তারিখে উক্ত জাতীয় কর্মশালায় ওয়ারপো, এসডিজি-৬ এর থীম-৪ "By 2030, substantially increase water efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity" উপর থিমেটিক পেপার এবং সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে। এ ছাড়াও ওয়ারপো SDG-6 ভুক্ত অন্যান্য থিম সমূহের কার্যপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সহযোগী সংস্থা হিসাবে সহায়তা প্রদান করছে।

খ) ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর মাধ্যমে ওয়ারপো বিগত অর্থবছরে যে সকল কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের কার্যকর মানোন্নয়ন এর মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করেছে সেগুলো হলোঃ সমন্বিতভাবে সামষ্টিক পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সমূহে NWRD এবং ICRD এর উপাত্ত সমূহ সরবরাহ করা। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা APA এর কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ শতভাগ অর্জন করতে সক্ষম করেছে।

গ) বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম

i) স্থানীয় ঃ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৬-২০১৭	১৬	৪৪

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডিসি অফিস কনফারেন্স রুমে জাতীয় পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন 'খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৬' এর আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মশালা

ii) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশাল ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৬-২০১৭	১৬	৪৪

থাইল্যান্ডে ওয়াটার লেজিস্লেশন এর উপর ট্রেনিং প্রোগ্রাম

ঘ) নিজস্ব স্থায়ী ভবনে কার্যকর ও সহায়ক তথ্য সেবা নিয়ে ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"

নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" ১। হার্ড কপি ২। ডিজিটাল কপি ৩। তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ ৪। সহায়ক রিডিং স্পেস ৫। জার্নাল ৬। ফটোকপি ৭। হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশন সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নাল এর তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়ারপো"র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। পানি সম্পদ এবং সংশিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই-এ সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটালে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সব চেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তরের মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১১৩ টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং BUET, IWM, BWDB (Rajshahi office), Delta Plan, RRI এর প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যাহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

ঙ) ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের IT related প্রশিক্ষণ

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে ওয়ারপোর কর্মকর্তাবৃন্দকে "Time Series Data Quality Guideline" অনুসরণে উপাত্তের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে Data Validation, Consistency Checking, Data Infilling, Correlation Analysis, Trend Detection & Analysis, Frequency Analysis বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল ।

চ) ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার প্রস্তুত

ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ডকুমেন্টের ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো সহজে ও দ্রুততার সাথে অনুসন্ধান ও ব্যবহারের লক্ষ্যে ওয়ারপোর একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্তৃক ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

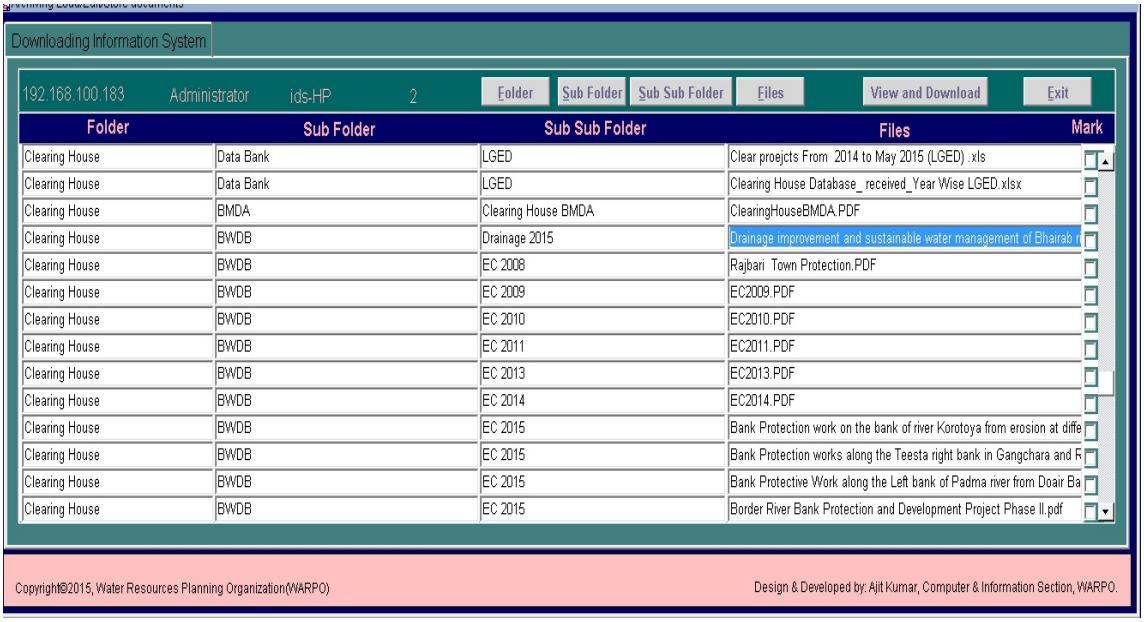

ওয়ারপোর ওয়েব-বেজড্ ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার

ছ) উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক

ওয়ারপো দেশের পানি সম্পদের উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতার নেটওয়ার্কিং বিষয়ক একটি নির্দেশিকা "Establishment of Co-operative Inter-agency Networking for Improved Data Management" প্রস্তুত করেছে। উল্লেখিত নির্দেশিকা এবং প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ব্যবহারের জন্য ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।

জ) বিভিন্ন সংস্থায় রিমোট সেন্সিং ইমেজের তালিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

ওয়ারপো, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন সংস্থার রিমোট সেন্সিং ইমেজের তালিকা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিনিময় ব্যবস্থাপনা, ব্যবহৃত সফট্ওয়্যার, ভবিষ্যৎ চাহিদা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে ।

ঝ) বিভিন্ন সংস্থার উপাত্ত তালিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

সারাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় রক্ষিত উপাত্ত ও উপাত্তভান্ডারের তালিকা, উপাত্ত সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা, উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ (need assessment), ব্যবহৃত সফট্ওয়্যার ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থায় প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রেরণ করে এবং ৩৯ (উনচল্লিশ) টি সংস্থার তথ্য সম্বলিত 'Data Inventory and Data Needs Assessment Report for NWRD & ICRD' চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে ।

ঞ) ওয়ারপোর প্রশিক্ষণ কক্ষে জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

ওয়ারপো দেশব্যাপী সামষ্টিক পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান । ওয়ারপো, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি) সচিবালয় হিসেবে কর্মরত। বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এর বাস্তবায়ন কার্যাবলী পরিবীক্ষণ করা, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কার্যাবলীর সমন্বয় করা, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার হালনাগাদকরণ প্রভৃতি ওয়ারপোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস-রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়ারপোর প্রশিক্ষণ কক্ষে ওয়ারপোরসহ বিডব্লিউডিবি, এলজিইডি, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস-এর ২২ (বাইশ) জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ট) ওয়ারপোর উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

২০১৬-২০১৭ সময়কালে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবিত বিষয়ে অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (NWRD) এর উপাত্ত সংগ্রহ ও বিতরণ করা, ডাটা প্রাপ্যতা (Data Availability) ও অন্যান্য টুলসমূহ ইন্টারনেটে স্থাপন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন, ওয়ারপোর লাইব্রেরী ডকুমেন্টসমূহ স্ক্যানিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর করা, ওয়ারপোর লাইব্রেরীতে পানি সম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট News Clipping এর ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ সম্পর্কে স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ

এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে জেলা, উপজেলা/ পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রেরণ, দেশের পানি খাতের উপাত্ত সংগ্রাহক ও সংরক্ষক বিভিন্ন সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'Co-operative Inter-agency Networking for Improved Data Management' শীর্ষক কমিটি গঠন , ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রকল্প, কার্যাবলী ও সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া বিষয়ে মতামত/ আইডিয়া গ্রহণের জন্য ইমেইল ব্যবহার এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম যেমন-ফেইসবুক পেজ খোলা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ঠ) ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬

ওয়ারপো, ১৯-২১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬' এ অংশগ্রহণ করে। উক্ত ডিজিটাল মেলায় ওয়ারপো ই-গভর্নেন্স এক্সপো সংক্রান্ত স্টলে ওয়েব-বেজড এনডব্লিউআরডি, আইসিআরডি, অনলাইন লাইব্রেরী, উপকূলীয় চর তথ্যাবলী, ওয়াটার রিসোর্সেস মডেলিং টুল প্রভৃতি সংক্রান্ত সফট্ওয়্যার ও পোস্টার প্রদর্শন করেছে ।

'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬' তে ওয়ারপোর স্টল

ড) উন্নয়ন মেলা ২০১৬

দেশের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৬' তে ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' সংক্রান্ত লিফলেট প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে ।

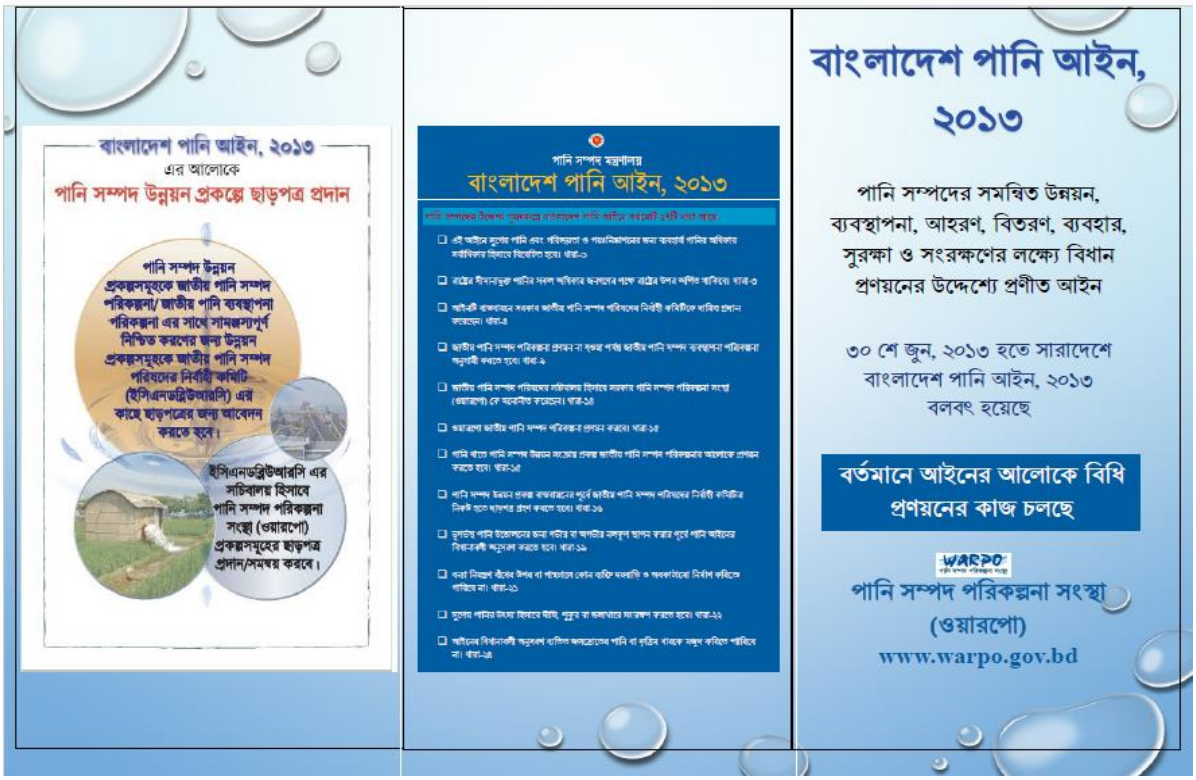

'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' সংক্রান্ত লিফলেট

ওয়ারপোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক) 'বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩' বাস্তবায়নের জন্য দেশের ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অবস্থান, গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন (Assessment), ব্যবহার, চাহিদা, বন্টন নির্ধারণ করা এবং সুরক্ষা, সংরক্ষণ করা। উক্ত বিষয়ের আলোকে প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ) ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ

ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে ওয়ারপোর অফিস স্থাপন করা হবে। প্রাথমিক অবস্থায় বিভাগীয় পর্যায়ে এবং ক্রমান্বয়ে জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।